ঢাকা কমার্স কলেজ

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, ফোন: ৮০২৩৩৩৮, ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫
ওয়েব সাইট: www.dcc.edu.bd

স্মারক নং: ঢাকক-   তারিখ: ২৬.০১.২০১৯

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা কমার্স কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে জানানো যাচ্ছে যে, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সকাল ১১:৪৫ টায় কলেজ হলরুমে (নিচতলায়) ২য় বারের মতো শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচতলায় রক্ষিত বক্সে নামের তালিকা জমা দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে।

পুরস্কার : বিজয়ী ১০ জনকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কলেজ থেকে পুরস্কার দেয়া হবে।
বিজয়ী ১০ জনের দল থানা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

26/01/19
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ

২৬/০১/১৯
আহ্বায়ক
সাংস্কৃতিক কমিটি ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৩.১৮.১১৮

তারিখ: ০৩ আশ্বিন ১৪২৫
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮

পরিপত্র

বিষয়: **শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০১৯ এবং ২৬ মার্চ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন প্রসঙ্গে।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪(১) অনুচ্ছেদ এবং BANGLADESH NATIONAL ANTHEM, FLAG AND EMBLEM ORDER, 1972-এর Article-2 অনুসারে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম দশ চরণ। The National Anthem Rules, 1978-এ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা রয়েছে।

০২। শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ন্যায় সরকার ২০১৯ সালেও দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার পর ইউনিয়ন, উপজেলা (পৌরসভাসহ), জেলা/সিটি করপোরেশন, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করা হবে।

০৩। দেশব্যাপী শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/মাঠ-পর্যায়ের অফিসসমূহ কর্তৃক অনুসরণের জন্য সরকার নিম্নরূপ নির্দেশাবলি জারি করছে:

(ক) জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। কার্যক্রম শুরু করার সুবিধার্থে একটি সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করা হল (পরিশিষ্ট-ক)।

(খ) প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। স্তর তিনটি হচ্ছে:

(১) **প্রাথমিক স্তর:** স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত;

(২) **মাধ্যমিক স্তর:** স্কুল ও মাদ্রাসায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এবং

(৩) **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর:** কলেজ ও মাদ্রাসায় একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

(গ) আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে আন্তঃস্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, আন্তঃইউনিয়ন, আন্তঃউপজেলা (পৌরসভাসহ), আন্তঃজেলা/সিটি করপোরেশন এবং আন্তঃবিভাগ পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) এ প্রতিযোগিতায় সকল শিক্ষার্থীর (ছাত্র-ছাত্রীর) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশেন প্রতিযোগিতায় প্রতিটি স্তরে প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা ১০(দশ) জন হবে।

(চ) এ প্রতিযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজয়ীদল উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ীদল জেলা পর্যায়ে, জেলা ও সিটি করপোরেশন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদল জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।

(ছ) এ প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য ইউনিয়নের সমন্বিত দল, জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য উপজেলার সমন্বিত দল, বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য জেলার সমন্বিত দল এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য বিভাগের সমন্বিত দল গঠন করা যেতে পারে।

(জ) 'The National Anthem Rules, 1978' দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.cabinet.gov.bd)-এর **'নীতিমালা ও প্রকাশনা'** সেবা বক্সের আওতায় **'আইন ও বিধি'** লিংক-এ সংরক্ষিত বিধিমালাটি প্রিন্ট করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঝ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সকল উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে তাদের স্ব স্ব দপ্তরসমূহকে এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি), উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করবে।

(ঞ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সরবরাহকৃত জাতীয় সংগীতের গীত ভার্সন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের হোমপেজের উপরের দিকে প্রধান মেনুতে 'জাতীয় সংগীত' লিংক-এ আপলোড করা আছে। জাতীয় সংগীতের উক্ত ভার্সন অনুসরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(ট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন এটুআই প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দেশব্যাপী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সিডি/সফট ভার্সন সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ঠ) তথ্য মন্ত্রণালয় ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতার কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার সময়সূচি (Calender) এবং প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পর এ সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে এক বা একাধিক টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলকে মিডিয়া পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের স্ক্রলেও এ খবর প্রচার করতে পারে।

(ড) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ও ২৬ মার্চ তারিখে একযোগে দেশে ও বিদেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের বিষয়টি সবাইকে অবহিত করতে মোবাইলে ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। ক্ষুদেবার্তা যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারণ করে দিবে।

(ঢ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুসারে কেন্দ্রীয় পর্যায়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ-ছাড় করা হবে। এ সংক্রান্ত বরাদ্দ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রতিফলিত হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে নিয়মিতভাবে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে।

(ণ) জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ১৮ মার্চ ২০১৯-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সালাম গ্রহণকালে সারাদেশে ও প্রবাসে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি সমাপ্ত হবে।

(ত) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে প্রবাসীদের নিয়ে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(থ) জেলা প্রশাসক, ঢাকা ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আমন্ত্রণপত্রে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি এবং প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচির আয়োজন করবেন। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিল্পীর রিহার্সাল ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(দ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ প্রতিযোগিতা পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করবে।